International Labour Organization

# ▶পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের শোভন কাজের উপর আয়োজিত দক্ষিন এশিয়া উপ-আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ (ভার্চুয়াল)

*১১-১৩ অক্টোবর ২০২১*

## আলোচনার প্রতিবেদন

# সূচীপত্র


ভূমিকা ..... 1
ওয়ার্কশপের পরিধি এবং উদ্দেশ্য..... 1
প্রথম দিনঃ ১১ অক্টোবর ২০২১..... 2
উদ্বোধনী সেশন..... 2
ব্যকগ্রাউন্ড নোটের উপস্থাপনা ..... 3
প্রধান আলোচ্য বিষয়ঃ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা..... 4
পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের মুখোমুখি হওয়া প্রধান ঝুঁকিসমূহ কী কী, পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের মুখোমুখি হওয়া ঝুঁকি প্রশমনে এবং ধারনাগত ঘাটতি মেটাতে গিয়ে অংশগ্রহনকারীগন কী ধরনের চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগের মুখোমুখি হয়েছেন?..... 4
প্যানেল আলোচনাঃ পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের জন্য নেয়া পদক্ষেপ ..... 5
এই পদক্ষেপটি কিভাবে আই এলওর সংশ্লিষ্টদের কাজে আসতে পারে এবং আইএলও সংশ্লিষ্টরা কিভাবে এই পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সহযোগিতা করতে পারে? ..... 5
জাতীয় পর্যায়ে আলোচনার সংক্ষিপ্তসার ..... 5
ভারত..... 5
বাংলাদেশ ..... 6
নেপাল..... 7
পাকিস্তান..... 7
মালদ্বীপ..... 8
আলোচনা..... 8
যে সকল বিষয়ের উপর পরবর্তীতে কাজ করা হবে..... 8
প্যানেল আলোচনাঃ আইএলও'র অভিজ্ঞতাঃ আইএলও কী কী প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে? ..... 9
প্রধান আলোচ্য বিষয়: উত্তম চর্চা সমূহের স্বপক্ষে..... 10
এ সকল ঝুঁকি এবং চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় সরকার এবং সামাজিক অংশীদারগন কী পদক্ষেপ গ্রহন করেছে?..... 10
জাতীয় পর্যায়ে আলোচনার সংক্ষিপ্তসার ..... 10
ভারত..... 10
বাংলাদেশ ..... 11
নেপাল..... 11
পাকিস্তান..... 11

মালদ্বীপ ........ 11
যে সকল বিষয়ের উপর পরবর্তীতে কাজ করা হবে ........ 12
তৃতীয় দিনঃ ১৩ অক্টোবর ২০২১ ........ 13
প্রধান আলোচ্য বিষয়ঃ আগামীর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নঃ ........ 13
এই খাতে সুযোগ সৃষ্টির জন্য এবং চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় আইএলও, সরকারসমূহ এবং সামাজিক অংশীদারগন কী ধরনের কৌশল গ্রহন করতে পারে? ........ 13
উন্মুক্ত আলোচনা ........ 13
জাতীয় পর্যায়ে আলোচনার সংক্ষিপ্তসার ........ 14
ভারত ........ 14
বাংলাদেশ ........ 14
নেপাল ........ ১৪
পাকিস্তান ........ 15
মালদ্বীপ ........ 15
উপ-অঞ্চলে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের জন্য সুযোগ সৃষ্টিতে এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রধান কৌশলসমূহ ........ 16
সমাপনী বক্তব্য ........ 17
পরিশিষ্টঃ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহনকারী ব্যাক্তিবর্গের তালিকা ........ 18

## ভূমিকা

এই ওয়ার্কশপে বাংলাদেশ, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার সরকার, মালিক পক্ষ এবং শ্রমিকদের সংগঠন থেকে প্রতিনিধিগন অংশ নেন যারা শোভন কাজ এবং এ সংক্রান্ত সুযোগ ও চ্যালেঞ্জসমূহ, এ সকল সমস্যা সমাধানে সরকার এবং সামাজিক অংশীদারদের নেয়া পদক্ষেপের পাশাপাশি পয়ঃনিষ্কাশন খাতে এবং শোভন কাজ সম্পর্কিত বাধা দূরীকরণে আইএলও, সরকার এবং সামাজিক অংশীদারগন যে কলাকৌশল প্রণয়ন করতে পারে এবং সুযোগের সৃষ্টি করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পর্কিত কর্মীদের জন্য আইএলওর নেয়া পদক্ষেপের অংশ হিসেবে এই ওয়ার্কশপটি পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং মর্যাদা নিশ্চিতে বৈশ্বিক আন্দোলনের (*global advocacy for health, safety and dignity of workers in sanitation)* উপর আয়োজন করা হয়।

তিনটি মূল প্রশ্নকে কেন্দ্র করে এই ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয় এবং বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহনকারীগন সাধারন অধিবেশনে আলোচনার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনের খসড়া চূড়ান্ত করার পূর্বে এই তিনটি বিষয় নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে দলীয় আলোচনা করেন। আইএলও, সরকারসমূহ এবং সামাজিক অংশীদারদের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে এই অধিবেশন সমূহের আয়োজন করা হয়।

## ওয়ার্কশপের পরিধি এবং উদ্দেশ্য

সক্ষমতা বৃদ্ধির এই ওয়ার্কশপের উদ্দেশ্য ছিল পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের কাজের পরিবেশ উন্নয়নে এবং সামাজিক সংলাপে তাদের অংশগ্রহনের লক্ষ্যে সমন্বয়তা বৃদ্ধির পাশাপাশি এ সংক্রান্ত জাতীয় অথবা উপ-আঞ্চলিক নীতিমালা/কৌশলপত্র প্রণয়নের জন্য অংশীদারদের সক্রিয় করা এবং তাদের যৌথ পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য ধারনা প্রদান করা।

এই ওয়ার্কশপে “পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পর্কিত কর্মী” বলতে তাদের বোঝাবে যারা শৌচাগার পরিষ্কার করে থাকেন অথবা ট্যাঙ্ক/পিট খালি করে থাকেন, নর্দমা ও ম্যনহোল পরিষ্কার করে থাকেন , পয়ঃবর্জ্য পরিবহন করেন পয়ঃপরিশোধানাগারে কাজ করে থাকেন। এ বিষয়ের উপর আইএলও একটি ব্যাকগ্রাউন্ড নোট প্রকাশ করেছে।

## প্রথম দিনঃ ১১ অক্টোবর ২০২১

### উদ্বোধনী সেশন

জেনেভায় অবস্থিত আইএলও'র সেক্টোরাল পলিসিজ ডিপার্টমেন্টের পরিচালক মিস **এলিট ভ্যান লিউর** অংশগ্রহনকারীদের স্বাগত জানান এবং সমাজে অতি প্রয়োজনীয় জনসেবা প্রদানে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের ভুমিকার উপর গুরুত্বআরোপ করেন। কিন্তু এ সকল কর্মী আঘাত, মৃত্যু, কলঙ্ক, বৈষম্য এবং অপর্যাপ্ত এবং অনিরাপদ কর্ম পরিবেশসহ শোভন কাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে থাকেন। তিনি সামাজিক অংশীদারদের পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের নিদারুন দুর্ভোগের প্রতি নজর দেয়ার এবং এই খাতে শোভন কাজের প্রসারে ব্যপক পদক্ষেপ গ্রহনের আহবান জানান। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন যে কোভিড-১৯ অতিমারী শ্রম বাজারে পূর্ব হতে বিদ্যমান অনেক সমস্যাকে উন্মোচিত করেছে এবং আইএলও তার সহযোগীদের নিয়ে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জসমূহ নিরসনে কাজ করেছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে এ সকল কর্মীরা দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং আইএলও ২০১৯ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্ব ব্যাংক, ওয়াটার এইড এবং এসএনভিকে সাথে নিয়ে পরিচালিত প্রাথমিক মূল্যায়নে অংশ নিতে পেরে গর্বিত।

আইএলও ডিডব্লিউটি-নয়াদিল্লীর পরিচালক মিস **ডাগমার ওয়াল্টার** সমাজে গুরুত্বপূর্ণ জনসেবা প্রদানে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান করেন। তাদের ভুমিকার কারনে পয়ঃনিষ্কাশন সেবার ব্যবস্থাপনা সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তবে দক্ষিন এশিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই কোন ধরনের সুরক্ষা সরঞ্জাম ছাড়াই তাদের কাজ সম্পাদন করছেন এবং এর ফলে তারা মারাত্মক আঘাত এমনকি মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছেন। এছাড়া, পয়ঃনিষ্কাশন কাজকে ঘিরে থাকা কলঙ্ককে ভুললে চলবে না। এ সকল কর্মী প্রদত্ত সেবা অতি জরুরী এমনকি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) ৬ এবং ৮ নং লক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকার পরও এ অঞ্চলে তাদের কল্যাণের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ রয়ে গিয়েছে।

পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীরা তাদের কাজের অস্থায়ী ধরনের কারনে ব্যাপক অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি হয়ে থাকে যা দক্ষিন এশিয়ার দেশসমূহে পরিচালিত এমপ্লোইমেন্ট এন্ড লেবার ফোরস সংক্রান্ত জরিপের তথ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। বেশীরভাগ পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের কোন সামাজিক নিরাপত্তা নেই। দক্ষিন এশিয়ার বেশীরভাগ দেশের সরকারসমূহ পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের সমস্যাগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও কলঙ্ক হতে সুরক্ষার জন্য আইন এবং নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। দক্ষিন এশিয়ার বেশীরভাগ দেশ অযান্ত্রিক উপায়ে শুকনা শৌচাগার পরিষ্কার করা, পিট খালি করা, নর্দমা পরিষ্কার করা এবং এ জাতীয় অন্যান্য কাজ আইনিভাবে অথবা প্রশাসনিকভাবে নিষিদ্ধ করেছে কিন্তু এরপরও অযান্ত্রিক উপায়ে বর্জ্য সংগ্রহের কাজ রয়ে গিয়েছে। ভারতের সরকার সে দেশকে উন্মুক্ত মলত্যাগ মুক্ত, পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করতে সোয়াচ ভারত মিশন হাতে নেয়। সামজিক বিচার এবং কর্মসংস্থান বিষয়ক মন্ত্রণালয় অযান্ত্রিক উপায়ে কাজ করা পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের পুনর্বাসন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান এবং জীবিকা নিয়ে কাজ করছে। একই ভাবে দক্ষিন এশিয়ার বেশীরভাগ দেশে এ সংক্রান্ত আইনি কাঠামো রয়েছে।

অযান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত ক্ষতিকর পয়ঃনিষ্কাশনের কাজ বিদ্যমান থাকার পেছনের কারন খুঁজে বের করা ছিল একটি চ্যালেঞ্জ। কর্মপন্থা পরিবর্তনে এবং ক্ষতিকর এবং অস্বাস্থ্যকর কর্ম পরিবেশ দূর করতে তাৎক্ষনিক পদক্ষেপ গ্রহনের প্রয়োজনীয়তা ছিল। শুধুমাত্র অযান্ত্রিকতা থেকে বের হওয়ার চেষ্টা না করে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের জীবন ও জীবিকাকে সুরক্ষা প্রদান এবং তাদের জন্য একটি নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।

তিনি আশা প্রকাশ করেন যে অংশগ্রহনকারীগন একটি মানব কেন্দ্রিক পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টার বৈশ্বিক আহবান (*Global Call to Action for a Human-centred Recovery*) এবং কর্মের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে আইএলওর শতবর্ষ আহবানের (*ILO Centenary Declaration for the Future of Work*) মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হবেন যেখানে মানুষের সামর্থ্যকে কেন্দ্র করে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্ম সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং শোভন ও টেকসই কাজে বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বআরোপ করা হয়েছে।

## ব্যাকগ্রাউন্ড নোটের উপস্থাপনা

ব্যাকগ্রাউন্ড নোটটিতে শোভন কাজের প্রেক্ষাপটে দক্ষিন এশিয়ায় (বাংলাদেশ, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কায়) পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের অবস্থার নিরীক্ষা করা হয়েছে। এই পেপারে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যারা সেপটিক পিট এবং ট্যাঙ্ক খালি করেন, মল থেকে উৎপাদিত স্লাজ পরিবহন করেন, নর্দমার রক্ষনাবেক্ষন করেন এবং শোধানাগারে কাজ করে থাকেন। এই দলিলে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও)'র সেই সকল প্রাসঙ্গিক দলিলাদির সংক্ষিপ্তসার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেখানে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের জন্য শোভন কাজ নিশ্চিত করতে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করার ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

এই পেপারে দেখা যায় যে, মোট কর্মীদের মধ্য তুলনামূলকভাবে খুব কম শতাংশই পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কাজ করে থাকেন। কোন কোন দেশে ৬০ বছরের বেশী বয়সের কর্মীরা অন্যদের তুলনায় অযান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃনিষ্কাশনের কাজ করে থাকেন আবার বিভিন্ন দেশে মহিলাদের অংশগ্রহনে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

স্থায়ীভাবে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীরা অস্থায়ী কর্মীদের চেয়ে প্রায় তিনগুন অধিক মজুরী পেয়ে থাকেন এবং অস্থায়ী কর্মীদের মজুরী খুবই নিম্ন এবং তাদের চাঁদাবাজির শিকার হওয়ার প্রবণতা অধিক। অযান্ত্রিক উপায়ে পিট খালি করেন এমন কর্মীদের ব্যাক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) পরিধান করতে দেখা যায়নি কারন হয় সেসব জিনিসের দাম অনেক বেশী অথবা সেগুলো আরামদায়ক নয়, অথবা সেসকল কর্মীরা পিপিই পরিধান করার সুফল সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। এর ফলে, অযান্ত্রিক উপায়ে কাজ করা কর্মীরা মানুষের মলসহ শৌচাগারের পিটে পাওয়া যায় এমন বিভিন্ন বিভিন্ন বস্তুর যেমনঃ স্যানিটারি সামগ্রী, ধারালো বস্ত এবং অন্যান্য কঠিন বর্জ্যের সংস্পর্শে আসেন যার ফলে তারা আঘাতপ্রাপ্ত এবং অসুস্থ হন, কেটে যাওয়ার ফলে সংক্রমনের শিকার হন এবং মলে থাকে এমন পরজীবীর মাধ্যমে রোগাক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি ত্বক এবং শ্বাসতন্ত্রের অসুখে ভুগে থাকেন।

পেপারে দেখা যায় যে সরকারি অথবা বেসরকারি উভয় খাতেই পয়ঃনিষ্কাশনের কাজটি একেবারেই অস্থায়ী যেখানে কোন চুক্তি করা হয় না এবং কর্মীদের কোন সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করা হয় না। সরকারি খাতের তুলনায় বেসরকারি খাতে নিয়োগ প্রাপ্ত পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের সংখ্যা বেশী এবং এ সত্বেও সরকারিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত এ সকল কর্মীদের কোন সামাজিক সুরক্ষার ঘাটতি রয়েছে।

নিম্ন গোত্রের পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীরা এই পেশা থেকে সরে গিয়ে বিকল্প জীবিকা অন্বেষণের চেষ্টা করলে তাদের প্রতিহত করা হয় অন্যদিকে নিম্ন গোত্রের কর্মীরা চায়ের দোকান অথবা অটোরিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করলে উচ্চ গোত্রের কর্মীরা তাদের বাধা প্রদান করেন। নিজ উদ্যোগে কাজ করা কয়েকজন পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীরা অপমানজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার কথা জানান যেমনঃ কোন কোন বাড়ির মালিক পানি পান করতে চাইলে তাদের পানি দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং তাদের টাকা দেয়ার সময় টাকা মাটিতে রাখা হয় যেনো তাদের সাথে ছোঁয়া না লাগে। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের সাথে বৈষম্য সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় ধারনার সাথে কিছুটা হলেও সম্পৃক্ত। বেশিরভাগ পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীরা দেশের প্রদান ধর্মের অনুসারী যেমনঃ ভারত ও নেপালে হিন্দুরা, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানে মুসলিমরা এবং শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধরা। কোন কোন দেশে বর্ণ ধর্মের সংঘর্ষ প্রতীয়মান হয়েছে যেমনঃ হিন্দুরা যারা এক সময় অস্পৃশ্য ছিলেন তারা শিখ, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছেন এবং এ সকল মানুষের মাধ্যমে ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশের পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের একটি বড় অংশ গঠিত হয়েছে। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রেও ব্যপক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

এ অঞ্চলের বেশীরভাগ দেশ আইএলও'র আটটি মৌলিক কনভেনশন অনুমোদন করলেও অন্যান্য অনেক দেশ এই ওয়ার্কশপের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কনভেনশনগুলো অনুমোদন করেনি কিন্তু সাধারনভাবে প্রয়োগের জন্য তারা আইন প্রণয়ন করেছে। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের প্রতি মনোযোগের অভাব একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়েই গিয়েছে।

ভারত সভা করার স্বাধীনতা এবং জমায়েত হওয়ার অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৪৮ (৮৭ **নং**) [ Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87) ] এবং জমায়েত হওয়া এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৪৯ (৯৮ **নং**) [Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98)] অনুমোদন করেনি এবং এ সংক্রান্ত কোন আইন প্রণয়ন করেনি। আফগানিস্তান জোরপূর্বক শ্রম, সভা করার অধিকার এবং জমায়েত হওয়ার অধিকার সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করলেও বলপূর্বক শ্রম সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৩০ (**২৯ নং**) Forced Labour Convention, 1930 (No. 29),

সভা করার স্বাধীনতা এবং জমায়েত হওয়ার অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৪৮ (৮৭ নং) [the Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87)] এবং জমায়েত হওয়া এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৪৯ (৯৮ নং) [Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98)] অনুমোদন করেনি। বাংলাদেশ নুন্যতম মজুরী সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করলেও সর্বনিম্ন বয়স সংক্রান্ত কনভেনশন ১৯৭৩ (১৩৮ নং) [Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)] অনুমোদন করেনি এবং নিকৃষ্ট শিশুশ্রম সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৯৯ (১৮২ নং) [Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)] অনুমোদন সত্ত্বেও আইনে রুপান্তর করেনি। মালদ্বীপ সভা করার স্বাধীনতা এবং জমায়েত হওয়ার অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৪৮ (৮৭ নং) [Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87)] এবং জমায়েত হওয়া এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৪৯ (৯৮ নং) [Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98)] আইনে রুপান্তর করেনি। নেপাল সভা করার স্বাধীনতা এবং জমায়েত হওয়ার অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৪৮ (৮৭ নং) [Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87)] অনুমোদন করেনি।

## প্রধান আলোচ্য বিষয়ঃ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা

### পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের মুখোমুখি হওয়া প্রধান ঝুঁকিসমূহ কী কী, পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের মুখোমুখি হওয়া ঝুঁকি প্রশমনে এবং ধারনাগত ঘাটতি মেটাতে গিয়ে অংশগ্রহনকারীগন কী ধরনের চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগের মুখোমুখি হয়েছেন?

## প্যানেল আলোচনাঃ পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের জন্য পদক্ষেপ

পয়ঃনিস্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের জন্য পদক্ষেপ সংক্রান্ত প্রধান কারিগরী উপদেষ্টা আইএলও, ডব্লিউএইচও, বিশ্ব ব্যাংক, এবং ওয়াটার এইড ও এসএনভির মত আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের জন্য গৃহীত পদক্ষেপের উপর একটি উপস্থাপনা পেশ করেন। এই পদক্ষেপের আওতায় ২০১৯ সালে একটি প্রাথমিক নিরীক্ষা করা হয় যেটি পয়ঃনিষ্কাশনকারী কর্মীদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং আত্মমর্যাদা নিশ্চিতে পরিচালিত বৈশ্বিক আন্দোলনে (*Global Advocacy for Health, Safety and Dignity of Workers in Sanitation)* তিনটি লক্ষ্য স্থির করেঃ

ক) রাজনৈতিক অগ্রাধিকারঃ জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি এবং সুশীল সমাজের রাজনৈতিক আলোচ্যসূচীতে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের অধিকারসমূহের অন্তর্ভুক্তিতে সমর্থন প্রদান।

খ) ডব্লিউএএসএইচ এবং শ্রম খাতকে উৎসাহ প্রদানঃ ডব্লিউএএসএইচ এবং শ্রম খাতের বাস্তবায়ন অধীন এবং পর্যবেক্ষণে থাকা কর্মসূচীসমূহের মূলধারায় পয়ঃনিষ্কাশনকারীদের অধিকারকে নিয়ে আসা।

গ) ধারনাগত ঘাটতি পূরণ করাঃ ধারনাগত ঘাটতি পূরণ করে এমন গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড এবং বিষয়াদি কে সমর্থন যোগানো।

১৪ টি কর্মকাণ্ড এই পদক্ষেপের অন্তর্ভুক্ত ছিল যার মধ্যে রয়েছেঃ পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের উপর আইএলও দক্ষিন এশিয়া আয়োজিত ওয়ার্কশপ; জাতীয় এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে প্রতিশ্রুতি; পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের সংগঠনকে শক্তিশালী করা; নগরের পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্পে বিশ্ব ব্যাংকের বিনিয়োগ; বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তথ্য প্রদান; কন্টেন্ট নির্মাণ এবং বিতরন করা; অস্থায়ী পয়ঃনিষ্কাশনকারী কর্মীদের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি; গবেষণার বিষয় প্রণয়ন করা; প্রণোদনাভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করা; প্রক্রিয়া, দিকনির্দেশনা এবং স্থানীয় বিধিমালাসমূহ পুনর্বিবেচনা করা; প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনসমূহ পুনর্বিবেচনা করা; তথ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত চেকলিস্ট তৈরি করা; পরিমাপ করা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য প্রস্তুত করা এবং একটি অনলাইন প্লাটফর্ম প্রস্তুত করা। এই পদক্ষেপ হালানাগাদকরনের পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে কর্মকাণ্ডসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি; পয়ঃ নিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের নিয়ে গবেষণার বিষয়বস্ত প্রস্তুত করা এবং স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি পর্যায়ে গবেষণা আরম্ভ। যেমনঃ এই পদক্ষেপের আওতায় তানজানিয়া, কেনিয়া, জাম্বিয়া, বুরকিনো ফাসো, নাইজেরিয়া, ভারত, বাংলাদেশ এবং নেপালে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের নিয়ে গঠিত সংগঠন (যেমনঃ ইউনিয়ন, কো-অপারেটিভ, এসোসিয়েশন ইত্যাদি) এবং ইতিমধ্যেই এ সকল কর্মীদের নিয়ে কাজ করা সংগঠনের কাছ থেকে প্রস্তাব আহবান করা হয়েছে।

## প্যানেল আলোচনাঃ পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের জন্য নেয়া পদক্ষেপ

### এই পদক্ষেপটি কিভাবে আই এলওর সংশ্লিষ্টদের কাজে আসতে পারে এবং আইএলও সংশ্লিষ্টরা কিভাবে এই পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সহযোগিতা করতে পারে?

ওয়াটার এইডের মতে বেশীরভাগ দেশে কর্মসংস্থান বিবেচনায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এই খাতের আকার সম্পর্কে কোন ধারনা নেই। এই ঘাটতির মাধ্যমে বোধগোম্য হয় যে এই খাত কতটা অবহেলিত। ধারনাগত ঘাটতি মেটাতে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে যা কিনা শুধুমাত্র নিয়োগকারীদের তাদের কর্মীদের সমস্যাগুলো বুঝতে অথবা কর্মীদের সংগঠিত করতে সহায়তা করবে না বরং স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে এই খাতে তথ্যনির্ভর বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়নে সাহায্য করবে। এই বিষয়টি নিজ নিজ জাতীয় আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীদের এক সাথে কাজ করা জরুরী।

বিশ্বব্যাংক পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের জন্য একটি প্রমান এবং গবেষণা নির্ভর অনলাইন তথ্যভাণ্ডারের প্ল্যাটফর্ম তৈরির কাজ করছিল। প্লাটফর্মটি ছিল একটি আলোচনার ফোরাম। তথ্য ভাণ্ডার হিসেবে প্ল্যাটফর্মটি সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল এবং পয়ঃনিষ্কাশন সম্পর্কে এখানে তথ্য জমা দেয়া যেতো। বিভিন্ন লোকালয়ে উত্তম চর্চাগুলো নিয়ে একটি দিক নির্দেশনা তথ্য ভাণ্ডারে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিশ্ব ব্যাংক ও এসএনভি একসাথে কাজ করছিল। অন্যান্য পদক্ষেপসমূহ ছিল কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, এবং কর্মীদের মর্যাদা সংক্রান্ত কারিগরি উদ্ভাবন সম্পর্কিত; কর্মীদের সহযোগিতার জন্য স্থানীয় প্রবিধিমালা, দিকনির্দেশনা এবং এবং প্রক্রিয়া সংক্রান্ত; এবং স্বাস্থ্যগত প্রমাণাদি সম্পর্কিত।

এসএনভি পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত তথ্যের ব্যাপক অনুপস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে। পদক্ষেপ টি ছিল বিভিন্ন উদয়মান প্রযুক্তিকে একত্র করে কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন ঝুঁকি শনাক্ত করা এবং সে সকল প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করা। বিগত পাঁচ বছরে এসএনভি মোবিলাইজেশন এবং নেটওয়ার্কিং এর ক্ষেত্রে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের নিয়ে বৈঠকের আয়োজন করেছে।

প্যানেল আলোচনায় অংশ নেয়া সেলফ-এমপ্লোইড উইমেন এসোসিয়েশন (এসইডব্লিউএ)'র একজন প্রতিনিধি পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পর্কিত কর্মীদের নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকে স্বাগত জানান। এ সকল কর্মীদের মর্যাদা নিয়ে কথা বললে "মানুষের মাধ্যমে ম্যনহোল পরিষ্কার' করার ধারনাকে পরিবর্তন করা উচিত। আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবনের যুগে অযান্ত্রিক উপায়ে বর্জ্য অপরাসন চলতে পারে না। জলবায়ু পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী পয়ঃনিষ্কাশনকারীগন কোন ধরনের প্রণোদনা এবং সামাজিক নিরাপত্তা ছাড়াই চুক্তিভিত্তিক কাজ করে থাকেন। এসইডব্লিউএ অযান্ত্রিক উপায়ে বর্জ্য অপরাসনের কাজ রোবট দিয়ে পরিচালনা করতে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহনের প্রস্তাব পেশ করে।

পিপিই'র নকশা পয়ঃনিষ্কাশনের কাজের ধরন অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া উচিত এবং এতে অবশ্যই অক্সিজেন মাস্ক থাকতে হবে। আগামী প্রজন্মের পয়ঃনিষ্কাশনকারী কথা বিবেচনা করা উচিত যারা আর্থিক অভাবের কারনে বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না অথবা বিদ্যালয়ে গেলে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। এ সকল শিশুদের দক্ষতা বৃদ্ধি করলে এবং তাদের মান উন্নয়ন করলে শ্রম বাজারে তাদের অংশগ্রহন বৃদ্ধি পাবে। শহরের সম্প্রসারন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিকল্পিত পরিবর্তন, কার্যকর শহর সংক্রান্ত পরিকল্পনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত এবং পয়ঃনিষ্কাশনের সুবিধার্থে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা উচিত।

## জাতীয় পর্যায়ে আলোচনার সংক্ষিপ্তসার

### ভারত

অংশগ্রহনকারীগন প্রত্যক্ষ করেন যে ভারতে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীরা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন সেগুলো অনেকটাই ঐতিহাসিক এবং তিনটি ভাগে সংকলন করা যেতে পারেঃ

১। সমস্যার দায়ভারঃ এর অর্থ হচ্ছে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের সম্মুখীন হওয়া সমস্যাগুলোর দায়ভার কার? এটি কী কেন্দ্রে (ফেডারেল সরকার) নাকি রাজ্য পর্যায়ে? অংশগ্রহনকারীগন মনে করেন পয়ঃনিষ্কাশন রাজ্যের উপর বর্তায়। ভারতে কেন্দ্র থেকে নীতিমালা এবং আইন সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেয়া হয় যা পরবর্তীতে রাজ্য পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ রয়ে যায় বিভিন্ন রাজ্য যখন এ সকল নীতিমালা এবং আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করে থাকে।

২। স্থায়ীত্বঃ পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলো এবং সমস্যা সমাধানে টেকসই সমাধানের দিকে নজর দেয়া প্রয়োজন এবং শোভন কাজের প্রসারে সেটা হতে পারে সল্পমেয়াদী অথবা দীর্ঘমেয়াদী কোন অর্জন। বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত সুত্র থেকে জানা যায় যে প্রতি তিন থেকে পাঁচ দিনে একজন পয়ঃনিষ্কাশনকারী কর্মী মৃত্যুবরন করে। এর ফলে দীর্ঘ মেয়াদী অর্জনকে সামনে রেখে এগোনো অপরিহার্য এবং সেই সাথে দেশের উচিত দীর্ঘ মেয়াদী সমাধান প্রণয়ন করা।

৩। সময়সীমাঃ স্থায়িত্ব এবং সল্প মেয়াদী অর্জনের সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও তাৎক্ষনিক, সল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী কৌশলের সাথে সময়সীমার সম্পর্ক রয়েছে। যেমনঃ পিপিই সম্পর্কিত বিষয়সমূহ নিকট ভবিষ্যতে সমাধান করা উচিত।

অংশগ্রহণকারীগন তিনটি মূল বিষয় উপস্থাপন করেনঃ

১। ভারতে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উভয়ভাবে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীরা গোত্র ব্যবস্থার তলানিতে অবস্থান করেন। ঐতিহাসিকভাবে তাদের মধ্যে পয়ঃনিষ্কাশনের কাজ করার বিশ্বাসটি ঢুকিয়ে দেয়া হয়। চ্যালেঞ্জ ছিল কিভাবে তাদের এই ধারনা পরিবর্তন করা যায় যেনো তারা বুঝতে পারেন যে অন্যান্য জীবিকার সন্ধান করা তাদের সাংবিধানিক অধিকার।

২। ভারতে পয়ঃনিষ্কাশন কাজের মধ্যে রয়েছে মল ও স্লাজ খালি করা, পরিষ্কার করা এবং পরিবহন করা তবে উক্ত বর্জ্যের পরিশোধন নয়। সুতরাং, এই পয়ঃনিষ্কাশনের পুরো প্রক্রিয়ার একটি বড় অংশকে যান্ত্রিক করা উচিত। যান্ত্রিকতার ক্ষেত্রে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের পুনরায় দক্ষ করতে হবে এবং তাদের অন্য পেশায় স্থানান্তর করতে হবে।

৩। সঠিক পয়ঃনিষ্কাশন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতাঃ যদি পরিষ্কারভাবে বোধগম্য হয় যে সমস্যার জন্য দায়ী কে তবে তা এই খাতে শোভন কাজের অপ্রতুলতার জন্য দায়ী কে তা বুঝতে সাহায্য করবে।

## বাংলাদেশ

বাংলাদেশে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পর্কিত কর্মীদের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ

১। যান্ত্রিকতার অভাব-পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পর্কিত কর্মীরা অযান্ত্রিক উপায়ে তাদের কাজ করে।

২। শারীরিক আঘাত এমনকি মৃত্যুর ঝুঁকি।

৩। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পর্কিত কর্মীদের বিষাক্ত গ্যাসের মধ্যে কাজ করা এবং মুখোমুখি হওয়া।

৪। সংকীর্ণ স্থানে সীমিত বায়ু চলাচল ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করা।

বাংলাদেশের অংশগ্রহনকারীগণের মতে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পর্কিত কর্মীদের মুখোমুখি হওয়া ঝুঁকি নিরসনে চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ

১। দেশের বিদ্যমান আইনে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অপ্রতুলতা

২। শিক্ষা গ্রহনের সুযোগের অভাব

৩। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পর্কিত কর্মীদের মধ্যে অশিক্ষার অধিক হার

৪। সামাজিক নিরাপত্তার অভাব

৫। সমাজ আরোপিত কলঙ্ক

৬।পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পর্কিত কর্মীদের মধ্যে অতি দরিদ্রতা

যে সকল বিষয়ে ধারনাগত ঘাটতি রয়েছেঃ

১। চাকরি এবং কাজের শর্তাবলী সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য না থাকা

২। কর্মক্ষেত্রে ওএসএইচসহ বিভিন্ন বিষয়ে কোন দিকনির্দেশনা না থাকা

৩। এ খাতে প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতার অভাব

## নেপাল

অংশগ্রহনকারীগনের মতে নেপালে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের মুখোমুখি হওয়া ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেঃ

১। অনানুষ্ঠানিকতা

২। বৈষম্য

৩। সামাজিক নিরাপত্তার অভাব

৪। কলঙ্ক আরোপ

অংশগ্রহনকারীগনের মতে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের মুখোমুখি হওয়া ঝুঁকি নিরসনে চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ

১। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের সুরক্ষা প্রদানকারী আইনের অপ্রতুলতা

২। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের মধ্যে অতি দারিদ্রতা

৩। নুন্যতম মজুরী না থাকা

৪। অনানুষ্ঠানিকতা এবং ইউনিয়নে যোগদানের ফলে চাকরি হারানোর আশংকার কারনে ইউনিয়নের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বের অভাব।

নেপালের ক্ষেত্রে ধারনার ঘাটতির মধ্যে রয়েছে চাকরি এবং কাজের পরিবেশ সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের ঘাটতি এবং এই খাতের আনুষ্ঠানিকতা পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের কাজের পরিবেশের উন্নতির সুযোগ এনে দিবে।

## পাকিস্তান

পাকিস্তানে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীরাঃ

১। নুন্যতম মজুরীর চেয়ে কম বেতন পেয়ে থাকেন

২। চুক্তিতে কাজ করেন এবং শোষণের শিকার হয়ে থাকেন

৩। কোন ধরনের সুরক্ষা সরঞ্জাম ছাড়াই কাজ করে থাকেন

৪। কর্মরত অবস্থায় বিষাক্ত গ্যাসে মৃত্যুবরন করেন

৫। সামাজিক নিরাপত্তার অভাব

৬। প্রশিক্ষণের অভাব

৭। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের অপ্রতুলতা

অন্যান্য ঝুঁকিসমূহের মধ্যে রয়েছে এই খাতের অতি অনানুষ্ঠানিক বৈশিষ্ট। অংশগ্রহনকারীগন ওএসএইচ সম্পর্কিত কনভেনশনসমূহ অনুমোদনের ক্ষেত্রে এবং পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পর্কিত কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি ওএসএইচ প্রশিক্ষণ ম্যনুয়াল প্রণয়নের ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ আছে বলে মনে করেন। তারা এই খাতকে আনুষ্ঠানিকরনের পাশাপাশি এই খাতকে আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহন ও প্রয়োগের মাধ্যমে যান্ত্রিক করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অংশগ্রহনকারীগন মনে করেন তথ্যের ঘাটতি এবং পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যনুয়াল প্রণয়ন প্রভৃতি বিষয়সমূহ ধারনার ঘাটতি কমাতে সহায়ক হতে পারে।

## মালদ্বীপ

মালদ্বীপে পয়ঃনিষ্কাশনের কাজ নির্ধারিত রয়েছে শুধুমাত্র বিদেশী এবং অবৈধ অভিবাসীদের জন্য যাদের বেশীরভাগই পুরুষ। অভিবাসী হওয়ার কারনে তারা স্থানীয়দের বিদ্বেষের সম্মুখীন হয়ে থাকেন। তাদের নুন্যতম মজুরীর চেয়ে কম বেতন দেয়া হয়, তারা সংগঠিত নন এবং অনেকটাই অনিয়মিত। সামাজিক নিরপত্তার অভাবের পাশাপাশি তাদের কাজকে সুরক্ষা এবং নিয়ন্ত্রনের জন্য শাসন প্রক্রিয়া এবং আইনের ঘাটতি রয়েছে।

মালদ্বীপে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পর্কিত কর্মীদের মুখোমুখি হওয়া ঝুঁকি নিরসনে অংশগ্রহণকারীগন যে সকল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

১। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পর্কিত কর্মীদের কাছে অভিবাসন সংক্রান্ত যথাযথ কাগজপত্র না থাকা

২। নির্দিষ্ট গোষ্ঠী কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার অপ্রতুলতা

৩। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের সুরক্ষা প্রদানকারী আইনের সল্পতা

পয়ঃনিষ্কাশন খাতে শোভন কাজ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহের মধ্যে রয়েছে এই খাতের আনুষ্ঠানিকরন, যথাযথ সুশাসনের ব্যবস্থা গড়ে তোলা, পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের স্বীকৃত প্রদান এবং সমাজে একীভূত করতে অবৈধ অভিবাসীদের বৈধকরন এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরন। পয়ঃনিষ্কাশন খাতে কর্মরত এ সকল অভিবাসী কর্মীদের অধিকার সুরক্ষা এবং প্রসারে অংশগ্রহণকারীগন মালদ্বীপ সরকারের প্রতি নিরাপদ কর্মস্থল এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কনভেনশনের জন্য প্রমোশনাল ফ্রেমওয়ার্ক, ২০০৬ (**১৮৭ নং**)[Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187)], নিরাপদ কর্মস্থল এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত **কনভেনশন**, ১৯৮১ (**১৫৫ নং**) [ Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155)], অভিবাসী শ্রমিক (সম্পূরক বিধান) সংক্রান্ত **কনভেনশন**, ১৯৭৫ (**১৪৩ নং**)[ Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143)] এবং চাকুরির জন্য অভিবাসন সংক্রান্ত **কনভেনশন** (সংশোধিত) ১৯৪৯ (৯৭ নং) [Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97)] অনুমোদন এবং প্রয়োগের আহবান জানান।
পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পর্কিত কর্মীদের চাকরির অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণের পর্যায় এবং কাজের পরিবেশ সম্পর্কে জানতে ধারনাগত ঘাটতি ছিল একটি চ্যালেঞ্জ। তারা সুপারিশ করেন সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম এবং পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরন এই ঘাটতি পুরনে সহায়ক হতে পারে।

## আলোচনা

এই অঞ্চলে চ্যালেঞ্জসমূহ, আঘাত এবং সংক্রমনের ঝুঁকি, সমাজ আরোপিত কলঙ্ক এবং বিচ্ছিন্নতা, অশিক্ষা এবং দরিদ্রতা বিবেচনা করলে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের অবস্থা একই রকম। এ সকল পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীরা যারা কিনা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদান করছে কিন্তু তারা নুন্যতম মজুরী এবং সামাজিক সুরক্ষা হতে বঞ্চিত তাদের জীবনমানের উন্নয়নের জন্য শোভন কাজ সংক্রান্ত ব্যাপক প্রচারনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের প্রয়োজন এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কে সাড়া প্রদানের জন্য পয়ঃনিষ্কাশন খাতকে সরকারের অধীনে রাখা উচিত এবং এখানে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

## যে সকল বিষয়ের উপর পরবর্তীতে কাজ করা হবে

পরিশেষে অংশগ্রহণকারীগন এই উপ-অঞ্চলে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের মুখোমুখি হওয়া ঝুঁকি এবং চ্যালেঞ্জসমূহের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরেনঃ

১। অনানুষ্ঠানিকতা

২। ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের (পিপিই) অপ্রতুলতা

৩। পর্যাপ্ত আইন এবং আইনের প্রয়োগের অভাব

৪। শারীরিক আঘাত এবং অসুস্থতার ঝুঁকি

৫। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের বিকল্প জীবিকার অভাব

৬। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের শ্রমিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত না করা

৭। সামাজিক নিরাপত্তার অভাব

৮। দারিদ্রতা এবং অশিক্ষার উচ্চহার

৯। সমাজ আরোপিত কলঙ্ক এবং বৈষম্য

১০। ইউনিয়নের মাধ্যমে উপস্থাপিত হতে না পারা

১১। সমস্যা এবং জবাবদিহিতার দায়ভার না নেয়া

১২। ক্ষণস্থায়ী হস্তক্ষেপ

## দ্বিতীয় দিনঃ ১২ অক্টোবর ২০২১

## প্যানেল আলোচনাঃ আইএলও'র অভিজ্ঞতাঃ আইএলও কী কী উপকারি এবং প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে?

কর্মক্ষেত্রে মৌলিক নীতিমালা এবং অধিকারসমূহের উপর আইএলওর দক্ষিন এশিয়া সংক্রান্ত শোভন কাজ সংক্রান্ত দলের (ডিডব্লিউটি) বিশেষজ্ঞ শোভন কাজের প্রসারে আইএলওর বৈশ্বিক ভুমিকা এবং এর মান নির্ণায়ক মানদণ্ডের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি এ খাতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কনভেনশনের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে মৌলিক নীতিমালা এবং অধিকারের উপর আইএলওর ঘোষণায় উল্লেখিত চারটি স্তম্ভের প্রসঙ্গিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

১। শিশু শ্রমঃ কার্যকরভাবে শিশু শ্রম বিলুপ্ত করা

২। জোরপূর্বক শ্রমঃ সকল প্রকার জোরপূর্বক শ্রম নির্মূল করা

৩। সমাবেশ করার স্বাধীনতা এবং যৌথ দর কষাকষি করার অধিকার

তিনি ব্যাখ্যা করেন যে এই খাত বিভিন্ন ধরনের (জাতি, ধর্ম, জেন্ডার, অভিবাসনের অবস্থা, জাতিগত পরিচয়) বৈষম্যের মাধ্যমে জর্জরিত এবং কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের এই সমস্যা নিরসনে আইএলও ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। বৈষম্যের ধারনাটি মানব উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত এবং মানুষের মর্যাদা এবং অবৈষম্য সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক দলিলাদির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য সে সকল বৈষম্য সৃষ্টিকারী এবং বিশেষ পেশার বিশেষ শ্রেণীর মানুষদের কোণঠাসা করে রাখা আইনসমূহ বাতিল বা হালনাগাদ করা উচিত।

তিনি উল্ল্যেখ করেন সূচক এবং সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জোরপূর্বক শ্রম নিরসনে আইএলও ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। তিনি লক্ষ্য করেন অযান্ত্রিক উপায়ে বর্জ্য সংগ্রহ করার মত কিছু পেশা জোরপূর্বক শ্রমের আইনি সংজ্ঞার আওতায় না আসলেও এসব পেশার সামাজিক কাঠামো ভিন্ন প্রেক্ষাপটের বার্তা দিয়ে থাকে। উদাহরন স্বরূপ বলা যায় অযান্ত্রিক উপায়ে বর্জ্য সংগ্রহকারীদের অন্য কোন বিকল্প না থাকায় সামাজিকভাবে এই পেশায় থাকতে বাধ্য করা হয়-তাদের শ্রম বাজারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়না। অযান্ত্রিক উপায়ে বর্জ্য সংগ্রহকারীগনের কাজের সামাজিক প্রেক্ষাপট তাদের জোরপূর্বক শ্রমের দুটি উপাদান অর্থাৎ অনিচ্ছা এবং শাস্তির হুমকিকে মেনে নিতে বাধ্য করে। এমনটি বলাই যায় যে অযান্ত্রিক উপায়ে বর্জ্য সংগ্রহকারীগনদের তাদের সামাজিক অবস্থানের কারনে এবং বিকল্প জীবিকার চেষ্টার কারনে সম্মুখীন হওয়া বৈষম্য ও সমাজ আরোপিত কলঙ্কের কারনে এই পেশায় কাজ করতে বাধ্য করা হয়।

তিনি বলেন এই খাতে শিশু শ্রম বিদ্যমান আছে। শিশুদের শিক্ষার মাধ্যমে বিকল্প সুযোগ প্রদান করা হয় না বরং তারা যেনো তাদের মা বাবার পেশা চালিয়ে যেতে পারে সেজন্য তাদের প্রস্তুত করা হয়। অনেক কাল আগে থেকেই শিশু শ্রমকে অযান্ত্রিক উপায়ে বর্জ্য সংগ্রহের মত অবমাননাকর পেশাকে চিরস্থায়ী করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শিশুদের মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে অযান্ত্রিক উপায়ে বর্জ্য সংগ্রহকে তাদের নিয়তি এবং পেশা হিসেবে বরন করার জন্য প্রস্তুত করা হয়। আইএলও শিশু শ্রম নির্মূলের পাশাপাশি এ রকম পেশাকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম চক্রাকারে স্থায়ী না করতে কাজ করেছে।

ওএসএইচ এবং ডিডব্লিউটির শ্রম পরিদর্শন সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পয়ঃনিস্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ঝুঁকির পাশাপাশি কল্যানকর সুবিধাদির অপ্রতুলতা, দীর্ঘ কর্ম ঘণ্টা এবং সহিংসতা ও হয়রানির মত ঘটনার উপর (যেমনঃ শারীরিক, জৈবিক, রাসায়নিক এবং মানানসই) গুরুত্ব আরোপ করেন।

তারমতে কর্মপন্থা এবং কর্মপ্রক্রিয়ার উন্নতি করা জরুরী ছিল। এ জন্য নেয়া পদক্ষেপের মধ্যে থাকতে পারতো নিরাপদ কর্মপন্থা এবং ব্যবহারবান্ধব নর্দমা পরিস্কারক যন্ত্রের ব্যবহার, কর্মীদের বিনামুল্যে পর্যাপ্ত ব্যাক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) সরবরাহ করা, প্রয়োজনীয় সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহনের পাশাপাশি অংশগ্রহনমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। তিনি ফিকাল স্লাজ ব্যবস্থাপনা (এফএসএম)'এ ওএসএইচ'র কিছু ইতিবাচক চর্চাকে অন্তর্ভুক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন যেগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ ঝুঁকি চিহ্নিত করা, সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, রাসায়নিকের ব্যবহার, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার রেকর্ড রাখা এবং স্থানীয় সরকারের আলোচ্যসূচীতে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা। তিনি আরো মনে করেন পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাকে নিরাপদ এবং দক্ষ করতে এই খাতে আবির্ভূত প্রযুক্তিসমূহ অযান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃ বর্জ্য অপরাসন প্রক্রিয়াকে ধীরে ধীরে প্রতিস্থাপন করছে।

তিনি সমন্বিত জাতীয়/রাষ্ট্রীয় ওএসএইচ কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্তির জন্য কিছু অগ্রাধিকারমূলক বিষয়াবলী চিহ্নিত করেন যেমনঃ আইন এবং বিধিমালা, প্রয়োগ এবং পরিদর্শন, কর্মক্ষেত্রে ওএসএইচ কমিটি, ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/অনানুষ্ঠানিকতা এবং দুর্ঘটনা/রোগ সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ব্যবস্থা। তিনি ওএসএইচ সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশনের উল্ল্যেখ করেন বিশেষ করে নিরাপদ কর্মস্থল এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৮১ (**১৫৫ নং**) [Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155)], কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত কনভেনশন ১৯৮৫(১৬১ নং) [Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161)], এবং নিরাপদ কর্মস্থল এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কনভেনশনের জন্য প্রমোশনাল ফ্রেমওয়ার্ক, ২০০৬ (**১৮৭ নং**) [Promotional Framework for OSH Convention, 2006 (No. 187)]

ডিডব্লিউটি থেকে আগত মালিকপক্ষের কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ লক্ষ্য করেন যে মালিক পক্ষের অনেক সংগঠনের সাথে পয়ঃনিষ্কাশন খাতের নিয়োগদাতাদের কোন যোগাযোগ ছিল না। এই খাতের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জগুলো যেমনঃ অদৃশ্যতা, ওএসএইচ সম্পৃক্ত চ্যালেঞ্জ, সমাজ আরোপিত কলঙ্ক এবং বৈষম্য সম্পর্কে ঐক্যমত ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের মুখোমুখি হওয়া সমস্যাগুলো ছিল জটিল এবং ঐতিহাসিক যেগুলোর কোন দ্রুত সমাধান সম্ভব ছিল না বরং সমস্যাগুলো নিরসনে প্রয়োজন ছিল দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধান।

দেশসমূহের নিজস্ব আইনের প্রয়োগ ছিল অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ। উদাহরন হিসেবে বলা যায় ভারতে নির্দিষ্ট আইনসমূহের প্রয়োগ ব্যাপক ছিল না এবং কোন কোন সামাজিক অংশীদার (শ্রমিক এবং নিয়োগদাতাদের সংগঠনসমূহ) এ সকল আইনের উপস্থিতির বিষয়ে অবগত ছিল না। তিনি আরো বলেন আইনের সুরক্ষার অনুপস্থিতি মানেই অনানুষ্ঠানিকতা নয়। কোন কোন দেশের আইন ছিল কিন্তু সেসকল আইনের মাধ্যমে কর্মীরা কোন সুবিধা পেয়ে থাকে না। তিনি সুপারিশ করেন কর্মীদের বিদ্যমান আইনসমূহ সম্পর্কে অবগত করতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

শ্রমিকদের কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত আইএলও (নয়াদিল্লী-সিও) বিশেষজ্ঞ পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের ক্ষমতায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন যেনো তারা কথা বলতে পারে, যৌথ দরকষাকষিতে তাদের অধিকারকে সুরক্ষিত করতে পারে এবং নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে পারে। পয়ঃনিষ্কাশন খাতে ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিক সংগঠনগুলোর অস্তিত্ব অনানুষ্ঠানিকতা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং বৈষম্যের কারনে প্রায় ছিল না বললেই চলে।

## প্রধান আলোচ্য বিষয়: উত্তম চর্চা সমূহের স্বপক্ষে

## এ সকল ঝুঁকি এবং চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় সরকার এবং সামাজিক অংশীদারগন কী পদক্ষেপ গ্রহন করেছে?

## জাতীয় পর্যায়ে আলোচনার সংক্ষিপ্তসার

### ভারত

ভারতের অংশগ্রহনকারীগন এই মর্মে একমত হন যে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদেরএবং পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের একইভাবে মূল্যায়ন করা উচিত এবং বেসরকারিকরনের ফলে অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। অংশগ্রহনকারীগন স্বীকার করেন যে কর্মীদের অধিকার সুরক্ষায় এবং শোভন কাজ নিশ্চিতে ইউনিয়নসমূহ কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করেছে বিশেষ করে

কোভিড-১৯ অতিমারীর সময় এবং এ কারনে এ সকল কর্মীদের দুর্দশা আলোর মুখ দেখেছে। এই খাতকে আনুষ্ঠানিকরনের জন্য একটি দাবীও করা হয়েছিল। শোভন কাজ সম্পর্কিত প্রচারনায় ট্রেড ইউনিয়নসমূহ সবসময় সক্রিয় ছিল।

## বাংলাদেশ

সরকার বেশ কিছু আইনি সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহন করে যেগুলোর মধ্যে রয়েছে পানি সরবরাহ এবং সুয়েরেজ কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৯৬ প্রণয়ন যার মাধ্যমে সুয়েরেজ ব্যবস্থার নির্মাণ এবং রক্ষনাবেক্ষন নিশ্চিত হয়েছে; সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার তদারকি করছে। ২০১৭ সালের নভেম্বরে স্থানীয় সরকার বিভাগ একটি প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো প্রণয়ন করে যেটি উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন সেবা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকারকে একটি পরিষ্কার দিকনির্দেশনা দিয়ে আসছে।

মালিকপক্ষ থেকে আগত অংশগ্রহনকারীগন লক্ষ্য করেন যে পয়ঃনিষ্কাশন খাত সংক্রান্ত খুব বেশী তথ্য নেই এবং এই খাতের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়নি। এর ফলে পিপিই ব্যবহারের মত কিছু সংবেদনশীল বিষয় ব্যতিত মালিক পক্ষের আর কোন বিষয়ে সক্রিয় পদক্ষেপ নেয়ার ছিল না।

বাংলাদেশের অংশগ্রহনকারীগন এই খাতে বিদ্যমান নিম্ন মজুরীর প্রতি আলোকপাত করেন এবং সরকারসমূহকে আহবান জানান পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের মৌলিক নীতিমালা এবং কর্মক্ষেত্রে অধিকারসমূহের অধিকতর সুরক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহন করার জন্য। সরকারের উচিত এ সকল কর্মীদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করা এবং বিধি এবং প্রবিধিসমূহ সংস্কার করা বিশেষ করে যেগুলো চুক্তি ভিত্তিক কাজ এবং আউট সোরসিং সংশ্লিষ্ট।

## নেপাল

নেপালে কর্মীদের অধিকার সুরক্ষায় সাংবিধানিক বিধি রয়েছে। শ্রম পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম আইন শোভন কাজ নিশ্চিত করছে। দেশটি একটি জাতীয় ওএসএইচ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে এবং পয়ঃনিষ্কাশনসহ সবগুলো খাতকে এটির আওতায় আনা হয়েছে তবে এটি অনস্বীকার্য যে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের জন্য চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় দেশটির কিছু আইন এবং প্রবিধান সংশোধন অথবা হালনাগাদ করা উচিত।

## পাকিস্তান

পাকিস্তানে কঠোর ষ্ট্যাণ্ডার্ড অপারেটিং প্রসেডিউরের মাধ্যমে হাসপাতালসহ ঔষধ শিল্প পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত কর্মসূচী প্রণয়ন করেছে। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে ভাড়া করা হয় এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। সরকারি পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের জন্য রয়েছে যৌথ দর কষাকষিমূলক চুক্তি এবং ইউনিয়নের মাধ্যমে তারা নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যসহ কর্মক্ষেত্রের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে থাকে। আনুষ্ঠানিক খাতের নিয়োগকারীগন পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের পিপিই এবং অন্যান্য সুবিধাদি প্রদানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। অন্যান্য সামাজিক অংশীদারদের সহায়তায় কর্মীদের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

## মালদ্বীপ

মালদ্বীপে নিয়োগকারী সংস্থাসমূহ পরিচ্ছনতার উপর কিছু সচেতনতামূলক কর্মসূচী এবং ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেছে। বৃহত্তর মালদ্বীপে পয়ঃনিষ্কাশন খাতের সুরক্ষার জন্য সরকার শ্রম আইন এবং নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহন করলেও এটি অনস্বীকার্য যে দুরের দ্বীপসমূহ যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না থাকার কারনে শ্রম মানদণ্ড প্রণয়ন এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। যথাযথ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিতে সরকারের নীতিমালা রয়েছে। সরকার পয়ঃ নিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করে বীমা নীতিমালা প্রণয়ন করছিল। এই খাতে কাজ করা মূল কোম্পানিগুলো অপারেশনাল প্রসেডিউর এবং মানদণ্ড প্রণয়ন করেছে এবং নিরাপত্তা নীতিমালার উপর কর্মীদের সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সরকার পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের জন্য সর্বনিম্ন মজুরী নির্ধারণে এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করছিল।

অংশগ্রহনকারীগন পয়ঃ নিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের বরন করে নেয়ার ক্ষেত্রে মানুষের মনমানসিকতা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উপর এবং এ সকল কর্মীদের তাদের প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

# আলোচনা

অংশগ্রহনকারীগন প্রত্যক্ষ করেন যে কোন কোন দেশে শ্রম আইন কে কোড এবং প্রবিধির মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং এর ফলে কর্মীরা শোষণের শিকার হয়েছেন। অধিক অশিক্ষার কারনে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের বেশীরভাগ বিদ্যমান শ্রম আইন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করে সংগঠিত করার জন্য ট্রেড ইউনিয়নসমূহকে এগিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল।

সাধারণত বেশীরভাগ দেশেরই নিজস্ব শ্রম আইন রয়েছে এবং কিছু কিছু সরকার পয়ঃ নিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের জন্য কর্মসূচী প্রণয়নে কাজ আরম্ভ করেছে। কোন কোন দেশে কর্মীদের বিদ্যমান আইন বোঝার ক্ষেত্রে অশিক্ষার অধিক হার একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়।

## যে সকল বিষয়ের উপর পরবর্তীতে কাজ করা হবে

আলোচনার প্রেক্ষিতে যে সকল বিষয়ের উপর পরবর্তীতে কাজ করা হবে সেসবের মধ্যে রয়েছেঃ

১। চাকরির অস্থায়ীত্ব এবং অনিশ্চয়তা

২। ব্যাক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)'র অপ্রতুলতা

৩। শারীরিক আঘাত এবং অসুস্থতার ঝুঁকি

৪। সামাজিক সুরক্ষার অভাব

৫। সমাজ অর্পিত কলঙ্ক এবং বৈষম্য

৬। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের কাজকে স্বীকৃত না দেয়া

৭। নির্দিষ্ট আইনের অপ্রতুলতা এবং বিদ্যমান আইনের অসম প্রয়োগ

৮। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের বিকল্প জীবিকার অভাব

৯। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের শ্রমিকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করা

১০। দারিদ্রতা এবং অশিক্ষার ব্যপকতা

১১। জেন্ডার এবং অন্যান্য বিষয় যেমনঃ অভিপ্রয়ানের অবস্থা এবং জাতি, বর্ণ'র উপর ভিত্তি করে করা বৈষম্যের প্রতি মনোযোগের অভাব

১২। ইউনিয়নের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বের অভাব

১৩। সমস্যা এবং জবাবদিহিতার দায় না নেয়া

১৪। হস্তক্ষেপ

১৫। জ্ঞানের অভাব এবং তথ্যের অপ্রতুলতা

## তৃতীয় দিনঃ ১৩ অক্টোবর ২০২১

দিনের কার্যক্রম আরম্ভ হয় বিশ্ব শৌচাগার দিবস উপলক্ষ্যে ২০১৬ সালে নির্মিত একটি প্রচারনামূলক ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে যেখানে আইএলও'র মহাপরিচালক শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ এবং বিশুদ্ধ পানির প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রের পরিবেশের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ পানির মূল ভুমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং মানসম্পন্ন কাজের সুযোগ সৃষ্টির সাথে পানির প্রাপ্যতা এবং টেকসই ব্যবস্থাপনার পরিষ্কার যোগসূত্রের উপর আলোকপাত করেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে পানির সাথে সম্পৃক্ত লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের কোন স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি এবং তারা ন্যূনতম শ্রম অধিকারসমূহের মাধ্যমে সুরক্ষিত নন।

### প্রধান আলোচ্য বিষয়ঃ আগামীর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নঃ

**এই খাতে সুযোগ সৃষ্টির জন্য এবং চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় আইএলও, সরকারসমূহ এবং সামাজিক অংশীদারগন কী ধরনের কৌশল গ্রহন করতে পারে?**

**উন্মুক্ত আলোচনা**

উন্মুক্ত আলোচনা চলাকালে অংশগ্রহনকারীগন নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ প্রস্তাব করেঃ

১। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের জন্য শোভন কাজ সৃষ্টিতে প্রচারনা চালানো এবং তাদের কাজকে এসডিজি ৮'র সাথে সম্পৃক্ত করা

২। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীরা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলো জরিপ করা

৩। সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা

৪। সরকারসমূহকে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের জন্য সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা

৫। এ বিষয়ের উপর মত বিনিময়ের জন্য হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপ সৃষ্টি করা

৬। এসডিজি ৬ (পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন), এসডিজি ৮ (শোভন কাজ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি) এবং এসডিজি ১১ ( টেকসই শহরসমূহ) কে সম্পৃক্ত করা

৭। শ্রমিকদের আইন সমূহের বিষয়ে সচেতন করতে আরো গবেষণা করা

৮। মানুষের মনোভাব পরিবর্তনে তথ্য ব্যবহার করা

৯। এই খাতকে আনুষ্ঠানিক করার জন্য প্রচারনা চালানো

১০। শ্রমিকদের সংগঠিত হতে উৎসাহিত করতে এবং সমর্থন যোগাতে দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতি প্রণয়ন করা। সংগঠিত করা একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া এবং এ জন্য উপদেষ্টাগনের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন যা কিনা শ্রমিকদের সাথে নিয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে

১১। জাতীয় পর্যায়ে কো-অরডিনেশন কমিটি স্থাপন করা

১২। শ্রমিকদের জন্য হেল্পলাইন চালু করা

১৩। বেসরকারিকরনের (পিএসআই) ফলাফলের উপর গবেষণা করা

১৪। টয়লেট সুবিধা প্রদানের ফলাফলের উপর গবেষণা করা

১৫। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রাখতে এবং উন্নত চর্চা বজায় রাখতে ছোট কোম্পানিগুলোকে উৎসাহিত করা

১৬। শ্রম বাজারে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন করা

১৭। এ সকল সেবা সম্পর্কিত যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহনের জন্য সরকারের কাছে দাবী পেশ করা

১৮। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের জন্য সামাজিকভাবে হানীকর নাম পরিবর্তন করে সৃষ্টিশীল এবং সামাজিকভাবে গ্রহনযোগ্য নাম প্রদান করা (যেমন ব্রাজিলে বলা হয়ে থাকে "ময়লা সংগ্রহকারী")

১৯। সরকারকে পিপিই এবং পোশাক সরবরাহ করতে হবে

২০। স্কুলসমূহে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের টেকসই স্থায়ীত্ব এবং প্রাকৃতিক সুরক্ষার দূত হিসেবে নিয়ে যাওয়া

২১। কৃষির মত জোট গঠন করা

২২। প্রশিক্ষনের সুযোগ সহজলভ্য করা

২৩। কোভিড-১৯'র প্রেক্ষাপটে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের অবস্থার উপর গবেষণা করা

২৪। নারী পয়ঃনিষ্কাশন কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা

## জাতীয় পর্যায়ে আলোচনার সংক্ষিপ্তসার

জাতীয় পর্যায়ে দলগত আলোচনার পর দেশসমূহ এই খাতে সুযোগ সৃষ্টিতে এবং শোভন কাজ সংক্রান্ত ঘাটতি নিরসনে নিজ নিজ দেশ ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কৌশলের প্রস্তাবনা পেশ করে

### ভারত

ভারতের অংশগ্রহনকারীগন নিম্নলিখিত কৌশলসমূহ চিহ্নিত করেঃ

১। বেসরকারিকরনের কৌশলসমূহ পুনর্বিবেচনা করা

২। বর্জ্য হতে মুনাফা লাভের প্রচেষ্টা নিরুৎসাহিত করতে প্রচার বেগমান করা

৩। চুক্তিভিত্তিক এবং নিয়মিত শ্রমিকদের মধ্যে সমতা নিশ্চিত করা

৪। আইনকে কোডের মাধ্যমে প্রতিস্থাপনের প্রবণতাকে প্রতিরোধ করা

### বাংলাদেশ

বাংলাদেশের অংশগ্রহনকারীগন নিম্নলিখিত কৌশলসমূহ চিহ্নিত করেঃ :

১। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত শ্রমিকদের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা এবং সেই সাথে অগ্রাধিকার পেতে পারে এমন বিষয়গুলো চিহ্নিত করা যেনো তাদের জন্য শোভন কাজ নিশ্চিত করা যায়

২। দেশের আইনসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নে কৌশল প্রণয়ন করা

৩। সামাজিক অংশীদারদের পরামর্শ গ্রহনে পদক্ষেপ গ্রহন করা

৪। আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা

৫। দেশের আইন এবং প্রবিধানসমূহ হালনাগাদ করা

৬। মানদণ্ডসমূহ বাস্তবায়ন করা

৭। শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরনে পদক্ষেপ গ্রহন করা

৮। বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচারনামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা

৯। কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করা

১০। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান

১১। নিরাপদ উপায়ে স্লাজ পরিবহন এবং মজুদ করতে পদক্ষেপ গ্রহন করা

১২। দুর্ঘটনা এবং মৃত্যুর হিসাব রাখা

১৩। কর্মক্ষেত্রে ওএসএইচ কমিটি প্রতিষ্ঠা করা

১৪। সরকারের দাবীসমূহ পূরণ করা

১৫। ওএসএইচ গাইডলাইন অনুসরন করা

১৬। শ্রমিকদের পিপিই প্রদান করা

১৭। ওএসএইচ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ এবং প্রচারনায় অংশগ্রহন করা

## নেপাল

নেপালের অংশগ্রহনকারীগন নিম্নলিখিত কৌশলসমূহ চিহ্নিত করেঃ

১। এই খাতের কাঠামো এবং চ্যালেঞ্জসমূহ বোঝার জন্য গবেষণা করা

২। আইএলও'র সহায়তায় পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের সংগঠিত করা

৩। ওএসএইচ সম্পর্কিত জাতীয় মানদণ্ড প্রণয়ন করা

৪। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীকে চিহ্নিত করা এবং স্বীকৃতি প্রদান করা

৫। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের জন্য সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রণয়ন করা

৬। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মী, তাদের নিয়োগকর্তা এবং সরকারের মধ্যে সামাজিক সংলাপের আয়োজন করা

৭। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের জন্য নিরাপদ কাজের শর্তাবলী নিশ্চিত করা

৮। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা

৯। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করা

১০। কর্মস্থলে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের মৌলিক নীতি এবং অধিকার সমূহ নিশ্চিত করা

১১। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করা

অংশগ্রহনকারীগন আইএলও প্রতি এই মর্মে আহবান জানায় যেঃ

১। সর্বোত্তম চর্চাসমূহ সম্পর্কে ধারনা লাভের জন্য একটি উপ আঞ্চলিক জ্ঞানভিত্তিক প্লাটফর্ম সৃষ্টি করতে হবে

২। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা তরান্বিত করতে হবে

৩। সক্ষমতা তৈরিসহ আইএলও'র বিভিন্ন নীতিমালাসমূহ বাস্তবায়নে সহযোগিতা করতে হবে

## পাকিস্তান

পাকিস্তানের অংশগ্রহনকারীগন নিম্নলিখিত কৌশলসমূহ চিহ্নিত করেঃ

১। প্রাদেশিক পর্যায়ে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা

২। বেসরকারি খাতে কর্মরত শ্রমিকদের জমায়েত হবার অধিকারকে সুরক্ষা প্রদান করা

৩। পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত একটি সুনির্দিষ্ট আইএলও কনভেনশন প্রণয়ন করা

## মালদ্বীপ

মালদ্বীপের অংশগ্রহনকারীগন পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা কার্যক্রম প্রণয়ন সংক্রান্ত কৌশল চিহ্নিত করে।

## উপ-অঞ্চলে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের জন্য সুযোগ সৃষ্টিতে এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রধান কৌশলসমূহ

ওয়ার্কশপ চলাকালীন নিম্নলিখিত প্রস্তাবনা অংশগ্রহণকারীগন ভবিষ্যতের কর্মপন্থার অংশ হিসেবে প্রণয়ন করে যেটির সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদান করা হলঃ

১। সরকারসমূহের উচিত পয়ঃনিষ্কাশনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহন করা

২। সরকারসমূহ এবং নিয়োগকারীদের উচিত কর্মীদের বিনামুল্যে পর্যাপ্ত পরিমানে পিপিই এবং পোশাক সরবরাহ করা

৩। অংশগ্রহনকারীদের উচিত পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের শোভন কাজের জন্য প্রচারনা চালানো এবং এ বিষয়টিকে পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত এসডিজি ৬, শোভন কাজ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত এসডিজি ৮ এবং টেকসই শহর সংক্রান্ত এসডিজি ১১'র সাথে সম্পৃক্ত করা

৪। পয়ঃনিষ্কাশন খাতের আনুষ্ঠানিকরন এবং পেশাদারিত্বের জন্য প্রচারনা চালানো

৫। কর্মীদের সংগঠিত করতে উৎসাহ এবং সমর্থন প্রদানে দীর্ঘ মেয়াদী প্রতিশ্রুতি প্রণয়ন

৬। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের কাজের পরিবেশ বেসরকারিকরনের ফলাফলের উপর গবেষণা পরিচালনা করা

৭। কোভিড-১৯'র প্রেক্ষাপটে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের সার্বিক অবস্থার উপর গবেষণা পরিচালনা করা

৮। শ্রম বাজারে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের অংশগ্রহন বৃদ্ধি করতে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা

৯। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের জন্য সামাজিকভাবে হানীকর নাম পরিবর্তন করে সৃষ্টিশীল এবং সামাজিকভাবে গ্রহনযোগ্য নাম প্রদান করা যেমনঃ ব্রাজিলে বলা হয়ে থাকে "ময়লা সংগ্রহকারী"

১০। পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের স্থায়ীত্ব এবং প্রাকৃতিক সুরক্ষার দূত হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা এবং বিভিন্ন উন্মুক্ত স্থানে যেমন বিদ্যালয়ে তাদের কথা বলার সুযোগ করে দেয়া

১১। জোট গড়ে তুলত পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন, জনস্বাস্থ্য এবং খাদ্য চক্রের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করা।

১২। উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে তথ্য এবং জ্ঞানের আদান প্রদান করা

## সমাপনী বক্তব্য

পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পর্কিত কর্মীদের মতামত আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিফলিত করতে ভিত্তি হিসেবে কাজ করা আইএলও, ডব্লিউএইচও, ডব্লিউবি, ওয়াটার এইড এবং এসএনভসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রদত্ত সহযোগিতা অব্যাহত রাখার, বিভিন্ন দেশের মধ্যে তথ্যের আদান প্রদান এবং বিভিন্ন দেশে সংশ্লিষ্ট পক্ষের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদানের আহবান জানিয়ে দক্ষিন এশিয়া বিষয়ক আইএলওর ডিডব্লিউটির উপ পরিচালক জনাব **সাতোসি সাসাকি** ওয়ার্কশপের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে এ সকল বিষয়ের দিকে তাকালে দেখা যায় যে পরিবেশগত প্রেক্ষাপটে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের ভূমিকা বিবেচনা করা প্রয়োজনীয় ছিল। এ চক্র ভাংতে পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের সন্তানেরা যেনো এই কলঙ্ক উত্তরাধিকার না করে সেটির সমাপ্তি ঘটানো প্রয়োজন ছিল। সুতরাং, শ্রম সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ না করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শিক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত এবং তাদের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরী যেনো তারা বিকল্প চাকরির সুযোগ অন্বেষণ করতে পারে।

কৌশলগতভাবে এ খাতে শোভন কাজের ঘাটতি পূরণে সল্প মেয়াদী অর্জন এবং দীর্ঘমেয়াদী সমাধান বিবেচনা করার প্রয়োজন ছিল। সল্প মেয়াদী অর্জনসমূহ প্রণয়নের পাশাপাশি দীর্ঘ মেয়াদী সমাধান অর্জন করতে উভয় আঙ্গিক বিবেচনা করার প্রয়োজন ছিল। তিনি স্বীকার করেন এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল সমাজে পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত মনোভাব এবং ধারনার পরিবর্তন করা। তিনি অংশগ্রহনকারীগনকে সহযোগীদের সাথে আইএলওর যোগাযোগ অব্যাহত থাকার বিষয়ে আশ্বস্ত করেন এবং আশা করেন আগামী বছরগুলোতে এই কর্মসূচীতে আলোচিত বিষয়সমূহ এবং নীতিমালাসমূহ দেশসমূহে বাস্তবায়ন করা হবে।

## পরিশিষ্টঃ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহনকারী ব্যাক্তিবর্গের তালিকা

| নাম | পদবী | উপাধি | সংস্থা |
|---|---|---|---|
| জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির | যুগ্ম সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয় | সরকারি প্রতিনিধি | বাংলাদেশ |
| জনাব মোঃ কাম্রুল হাসান | ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল (নিরাপত্তা) | সরকারি প্রতিনিধি | বাংলাদেশ |
| মিস মারিয়াম আরিফা | অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রনালয় | সরকারি প্রতিনিধি | মালদ্বীপ |
| মিস আনিমাথ নাশমি ফাজিল | অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রনালয় | সরকারি প্রতিনিধি | মালদ্বীপ |
| জনাব সুজান জোজিজু | সিনিয়র কারখানা পরিদর্শক | সরকারি প্রতিনিধি | নেপাল |
| জনাব উমেশ যাদব | সিনিয়র বিভাগীয় প্রকৌশলী | সরকারি প্রতিনিধি | নেপাল |
| মিস শায়েস্তা গুল | সেকশন অফিসার, ওপিএইচআরডি মন্ত্রনালয় | সরকারি প্রতিনিধি | পাকিস্তান |
| জনাব ফারুক আহমেদ | বাংলাদেশ এমপ্লোয়ারস ফেডারেশন | মালিক পক্ষের প্রতিনিধি | বাংলাদেশ এমপ্লোইয়ারস ফেডারেশন |
| জনাব মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান | সিনিয়র আইন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ এমপ্লোইয়ারস ফেডারেশন | মালিক পক্ষের প্রতিনিধি | বাংলাদেশ এমপ্লোইয়ারস ফেডারেশন |
| মিস নাতাশা প্যাটেল | সিইও | মালিক পক্ষের প্রতিনিধি | ইন্ডিয়া স্যানিটেশন কোয়ালিশন, অল ইন্ডিয়া অরগানাইজেশন অফ এমপ্লোইয়ারস(এআইওই) |
| জনাব আদনান হালিম | মহাসচিব, ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ মালদিভিয়ান এমপ্লোইয়ারস | মালিক পক্ষের প্রতিনিধি | ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ মালদিভিয়ান এমপ্লোইয়ারস |
| মিস শাহীদা মারিয়াম মোহামেদ | ভাইস প্রেসিডেন্ট, ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ মালদিভিয়ান এমপ্লোইয়ারস | মালিক পক্ষের প্রতিনিধি | ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ মালদিভিয়ান এমপ্লোইয়ারস |
| জনাব হাসনা রাম পাণ্ডে | ফেডারেশন অফ নেপালিস চেম্বারস অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফএনসিসিআই) | মালিক পক্ষের প্রতিনিধি | ফেডারেশন অফ নেপালিস চেম্বারস অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফএনসিসিআই) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| জনাব জাকি আহমেদ খান | এমপ্লোইয়ারস ফেডারেশন অফ পাকিস্তান (ইএফপি) | মালিক পক্ষের প্রতিনিধি | এমপ্লোইয়ারস ফেডারেশন অফ পাকিস্তান (ইএফপি) |
| জনাব ভাজিরা ইল্লেপোলা | এমপ্লোইয়ারস ফেডারেশন অফ সিলন (ইএফসি) | মালিক পক্ষের প্রতিনিধি | এমপ্লোইয়ারস ফেডারেশন অফ সিলন (ইএফসি) |
| জনাব ফজলুর রাহমান | ঢাকা ওয়াসা জাতীয়তাবাদী এমপ্লোইস ইউনিয়ন | শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি | ঢাকা ওয়াসা জাতীয়তাবাদী এমপ্লোইস ইউনিয়ন |
| জনাব জাম্মু আনান্দ | প্রেসিডেন্ট | শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি | নাগপুর মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এমপ্লোইস ইউনিয়ন |
| মিস রীমা নানাভাটি | এসইডব্লিউএ ইন্ডিয়া | শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি | এসইডব্লিউএ ইন্ডিয়া |
| জনাব মানালিবেন শাহ | ভাইস প্রেসিডেন্ট এসইডব্লিউএ ইন্ডিয়া | শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি | এসইডব্লিউএ ইন্ডিয়া |
| জনাব আদিল শরীফ | মহাসচিব | শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি | ইন্ডিয়ান ন্যশনাল মিউনিসিপাল এন্ড লোকাল বডিস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন |
| জনাব রাম প্রাসাদ পউডেল | লোকাল লেভেল এমপ্লোইজ ইউনিয়ন | শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি | লোকাল লেভেল এমপ্লোইজ ইউনিয়ন |
| জনাব নার বাহাদুর শাহ | প্রেসিডেন্ট | শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি | লোকাল লেভেল এমপ্লোইজ ইউনিয়ন |
| জনাব আব্দুল রাহমান আসি | প্রেসিডেন্ট | শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি | পাবলিক সেক্টর এমপ্লোইজ ফেডারেশন অফ পাকিস্তান |
| জনাব রশিদ খান | লেবার ফেডারেশন অথরিটিজ, পাকিস্তান | শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি | লেবার ফেডারেশন অথরিটিজ, পাকিস্তান |
| জনাব ডেভিড বয়েস | উপ সাধারন সম্পাদক | শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি | পাবলিক সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনাল |
| জনাব কান্নান রামান | দক্ষিন এশিয়া বিষয়ক উপ-আঞ্চলিক সচিব | শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি | পাবলিক সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনাল |
| জনাব গোডসেন মহান্দোস | ক্যাম্পেইন কো-অরডিনেটর | শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি | পাবলিক সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনাল |
| মিস দারিয়া সিবারিও | স্থানীয় এবং আঞ্চলিক সরকারি কর্মকর্তা | শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি | পাবলিক সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনাল |
| মিস সোনিয়া মারিয়া দিয়াস | বর্জ্য বিশেষজ্ঞ | শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি | উইমেন ইন ইনফরমাল এমপ্লোয়মেন্টঃ গ্লোবালাইজিং এন্ড অর্গানাইজিং (ডব্লিউআইইজিও) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| জনাব কবির আরোরা | উইমেন ইন ইনফরমাল এমপ্লোয়মেন্টঃ গ্লোবালাইজিং এন্ড অর্গানাইজিং (ডব্লিউআইইজিও) | শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি | উইমেন ইন ইনফরমাল এমপ্লোয়মেন্টঃ গ্লোবালাইজিং এন্ড অর্গানাইজিং (ডব্লিউআইইজিও) |
| জনাব রাজিব মুনানকামি | মাল্টি-কানট্রি প্রোগ্রাম ম্যনেজার, আরবান স্যনিটেশন প্রোগ্রাম | আন্তর্জাতিক সংস্থা | নেদারল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এসএনভি) |
| মিস এলিট ভ্যন লিউর | পরিচালক এসইসিটিওআর | সচিবালয় | আইএলও-জেনেভা |
| মিস ডাগমার ওয়াটার | পরিচালক ডিসেন্ট ওয়ার্ক টিম | সচিবালয় | আইএলও-নয়াদিল্লী |
| জনাব সাতোসি সাসাকি | উপ-পরিচালক ডিসেন্ট ওয়ার্ক টিম | সচিবালয় | আইএলও-নয়াদিল্লী |
| জনাব অলিভার লিয়াং | সেক্টর স্পেশালিষ্ট | সচিবালয় | আইএলও-জেনেভা |
| জনাব কার্লোস আর কারিয়ন-ক্রেসপো | সেক্টর স্পেশালিষ্ট | সচিবালয় | আইএলও-জেনেভা |
| জনাব ডেভিড কাপইয়া | সেক্টর স্পেশালিষ্ট | সচিবালয় | আইএলও-জেনেভা |
| জনাব তাহের মোহাম্মদ | সেক্টর কো অরডিনেটর | সচিবালয় | আইএলও-জেনেভা |
| জনাব সুলতান আহম্মেদ | ফ্যাসিলিটেটর | সচিবালয় | আইএলও-নয়াদিল্লী |
| জনাব রবীন্দ্র পেইরিস | ফ্যাসিলিটেটর | সচিবালয় | আইএলও-নয়াদিল্লী |
| জনাব শাহাবুদ্দিন খান | ফ্যাসিলিটেটর | সচিবালয় | আইএলও-নয়াদিল্লী |
| মিস দিব্যা ভারমা | ফ্যাসিলিটেটর | সচিবালয় | আইএলও-নয়াদিল্লী |
| জনাব বালা সিংহামস্কান্থাকুমার | ফ্যাসিলিটেটর | সচিবালয় | আইএলও-নয়াদিল্লী |
| জনাব আসমি মুস্থাফা | ফ্যাসিলিটেটর | সচিবালয় | আইএলও-নয়াদিল্লী |
| জনাব সুজন জোজিজু | ফ্যাসিলিটেটর | সচিবালয় | আইএলও-নয়াদিল্লী |
| জনাব রাজি মুজতাবা হায়দার | ফ্যাসিলিটেটর | সচিবালয় | আইএলও-নয়াদিল্লী |
| জনাব সুয়োশি কাওয়াকামি | নিরাপদ স্বাস্থ্য এবং কর্মপরিবেশ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ | সচিবালয় | আইএলও-নয়াদিল্লী |
| জনাব ইনসাফ নিজাম | কর্মক্ষেত্রে মৌলিক নীতিমালা এবং অধিকার সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ | সচিবালয় | আইএলও-নয়াদিল্লী |